R N. No. 2532/57 Regd No. WB/MSD—4

টেলিফোন : ৩৩-১৫৫২
রিপ্রোডাক্সন সিন্ডিকেট
ঝকঝকে ছাপা, পরিষ্কার ব্লক ও সুন্দর ডিজাইন
৭-১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

ক্রম্পটন গ্রীভস লিমিটেডের
ল্যাম্প, টিউব, ষ্টাটার,
ফিটিংস এবং ফ্যান
ডীলার
এস, কে, রায়
হার্ডওয়ার ষ্টোর্স
রঘুনাথগঞ্জ—মুর্শিদাবাদ
ফোন নং—৪

৬৭শ বর্ষ
১৮শ সংখ্যা
রঘুনাথগঞ্জ, ৩১শে ভাদ্র বুধবার, ১৩৮৭ সাল
১৭ই সেপটেম্বর ১৯৮০ সাল।
নগদ মূল্য : ২০ পয়সা
বার্ষিক ৯৲, ডাক ১০৲

ফরাক্কার ভাটিতে নিমতিতা পর্যন্ত গঙ্গাভাঙনের আশঙ্কা

বিশেষ প্রতিনিধি : বন্যার পর এবার ভাঙন। তাও আবার এক আধ মাইল এলাকা জুড়ে নয়—একেবারে ত্রিশ কি মি এলাকা জুড়ে। এই মর্মে সরকার থেকে হুঁশিয়ার করে দেওয়া হয়েছে সংশ্লিষ্ট এলাকার বাসিন্দাদের। হুঁশিয়ারীতে বলা হয়েছে : ফরাক্কা থেকে নিমতিতা পর্যন্ত তিরিশ কিলোমিটার এলাকায় গঙ্গার পশ্চিম তীর বরাবর ২০০ ফুট এলাকা জুড়ে মাটির তল দিয়ে বালি প্রবাহিত হচ্ছে। ওই এলাকা যে কোন সময় গঙ্গাগর্ভে বিলীন হতে পারে। হুঁশিয়ারীতে সংশ্লিষ্ট এলাকার জনসাধারণকে ওই এলাকা ছেড়ে চলে যেতে বলা হয়েছে। ফলে সমস্যা দেখা দিয়েছে পুনর্বাসন নিয়ে। চারদিকে বন্যার জল এখনও থৈ থৈ করছে। বন্যার জল নামছে, তবে খুব ধীরে। যত জল নামছে, বাড়ী পড়ার সংখ্যাও তত বাড়ছে। দু'বার বন্যার আক্রমণে প্রায় পঞ্চাশ হাজার বাড়ী হয় সম্পূর্ণ অথবা আংশিকভাবে ধসে পড়েছে। এই অবস্থায় ভাঙন কবলিত এলাকার লোকেরা কোথায় যাবেন কে জানে ?

এদিকে আর একটি দুঃসংবাদ পাওয়া গিয়েছে গঙ্গা বা পদ্মার পার বাঁধানো নিয়ে। নির্ভরযোগ্যসূত্রে জানা গেছে, বাঙলাদেশ রাজশাহী জেলায় সিমেন্ট ও পাথর দিয়ে পদ্মার পার বাঁধানোর কাজে হাত দিয়েছে দু'বছর আগে। আমাদের দেশ থেকে পাথর আমদানি করে তারা ভাঙন প্রতিরোধের চেষ্টা করছে। আর আমরা ? আমাদের প্রকল্প আর কমিটিরই শেষ নেই। কাজের কাজ কিছু করছি না। আমাদের দেশের পাথর রপ্তানি করে আমাদের সর্বনাশ

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

জেলায় স্বল্প সঞ্চয় প্রকল্পে সাফল্য

নিজস্ব সংবাদদাতা : সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ সরকার মুর্শিদাবাদ জেলায় স্বল্প সঞ্চয় প্রকল্পে অভিযান চালিয়ে গ্রামের সাধারণ মানুষের মধ্যে সঞ্চয়ের অভ্যাস গড়ে তোলার জন্য অডিয়ো-ভিস্যুয়াল যন্ত্র, গোষ্ঠী আলোচনা, প্রদর্শনী, পোষ্টার, ছবি প্রদর্শন প্রভৃতির মাধ্যমে বিশেষ উৎসাহ জাগিয়ে তুলছেন। রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে 'ন্যাশনাল এ্যাডভারটাইজিং এজেন্সী' এই প্রকল্পকে সার্থক এবং সফল করে তোলার জন্য সমাজের সাধারণ মানুষকে (যেমন চাষী, কৃষি মজুর, শিল্প মজুর, গৃহবধূ, ছাত্র, শিল্পী, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী) এ বিষয়ে উৎসাহী এবং আগ্রহী করে তুলতে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেছে এবং জনসাধারণের কাছে আকর্ষণীয় করে তুলছেন।

জঙ্গিপুর মহকুমায় ১৯৮০-৮১ সালে স্বল্প সঞ্চয়ে সাধারণ মানুষকে অনুপ্রাণিত করার জন্য লক্ষ্যমাত্রা ধার্য হয়েছে ৭০ লক্ষ টাকা। ইতিমধ্যে ১৭ লক্ষ টাকা সংগৃহীত হয়েছে বলে সরকারী সূত্রে জানা গেছে। মহকুমার ৭টি উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রায় ১১০০ ছাত্র এই প্রকল্পে অংশ নিয়ে ৮,৪৫০ টাকা সংগ্রহ করেছে। জনৈক সরকারী মুখপাত্র জানিয়েছেন, এ বছর বন্যায় ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির জন্য স্বল্প সঞ্চয়ের লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছান সম্ভব নাও হতে পারে বলে আশংকা করা হচ্ছে।

রবি মরশুমে কুড়ি লক্ষ টাকার কৃষিঋণ

নিজস্ব সংবাদদাতা : আগামী রবি মরশুমের জন্য রাজ্য সরকার মুর্শিদাবাদ জেলায় কুড়ি লক্ষ টাকার কৃষিঋণ মঞ্জুর করেছেন বলে সরকারী সূত্রে জানানো হয়েছে। ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষী এবং পাট্টা মালিকের মধ্যে এই ঋণ বণ্টন করা হবে। বন্যাবিধ্বস্ত জেলার ক্ষতিগ্রস্ত চাষীরা এর ফলে উপকৃত হবেন বলে আশা করা হচ্ছে। আর একটি খবরে জানা গেছে, রাজ্য সরকার ২৮ হাজার অক্ষম কৃষকের মধ্যে কৃষিঋণ বণ্টনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। এই প্রকল্পে জঙ্গিপুর মহকুমার ৩৪৮ জন অক্ষম কৃষককে তিন মাস অন্তর ষাট টাকা করে কৃষিঋণ দেওয়া হবে।

স্বাস্থ্যমন্ত্রী ঘেরাও

নিজস্ব সংবাদদাতা : রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রী ননী ভট্টাচার্য ১৩ সেপটেম্বর বন্যাবিধ্বস্ত ধুলিয়ানের পরিস্থিতি পরিদর্শনের জন্য এলে ছাত্র পরিষদ (ই) কর্মীরা তাঁকে ডাকবাংলোয় ঘেরাও করেন। তাঁদের বক্তব্য, ধুলিয়ান পুরসভার ১৮ হাজার বন্যাদুর্গত মানুষের জন্য মাত্র ৪৪০ কুঃ গম দেওয়া হয়েছে। পক্ষান্তরে পুর এলাকার বাইরে বন্যাপীড়িতদের জন্য বেশী পরিমাণে গম পাঠানো হয়। এটা অগণতান্ত্রিক। তাই এই ঘেরাও। মন্ত্রী পত্নীও

(৩য় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

থানা ঘেরাও

সাগরদীঘি, ১৩ সেপটেম্বর—বিভিন্ন দাবি-দাওয়ার ভিত্তিতে সাগরদীঘি ব্লক কংগ্রেস (ই) কর্মীরা আজ এই থানা ঘেরাও করেন। তাঁদের অভিযোগের মধ্যে ছিল কংগ্রেস (ই) কর্মীদের ওপর সি পি এম এর অত্যাচার, শীতলপাড়ায় গ্রামরক্ষী বাহিনী নিয়ে গণ্ডগোল, কাবিলপুর পঞ্চায়েত প্রধানের উপর অত্যাচার, থানায় এফ আই আর গ্রহণ না করা ইত্যাদি।

পুলিশ ব্যারাকে ধর্ষণ

রঘুনাথগঞ্জ, ১৭ সেপটেম্বর—আজ জঙ্গিপুর মহকুমা শাসকের অফিস চত্বরে পুলিশ ব্যারাকে একজন মহিলাকে কয়েকজন সেপাই নাকি ধর্ষণ করেছে বলে অভিযোগ করা হয়েছে। থানা থেকে অবশ্য এ অভিযোগ অস্বীকার করে জানানো হয়েছে, ব্যারাকের রাঁধুনির সঙ্গে মাইনা সংক্রান্ত বিবাদ এই রটনার কারণ। জনসাধারণের ধারণা, টাকা দিয়ে মহিলার মুখ বন্ধ করা হয়েছে এবং সুকৌশলে পুলিশ এই ঘটনাকে ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা চালাচ্ছে। ইতিপূর্বে এই ব্যারাকেই জুয়া নিয়ে

(৩য় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

কথা রেখে খুন

রঘুনাথগঞ্জ, ১৪ সেপটেম্বর—পুলিশ সূত্রের খবরে প্রকাশ, গতকাল রাত্রে নবকাস্তপুরের ইমাম সেখ তাঁর প্রতিবেশী আত্মীয় আজাদ সেখের বন্দুকের গুলিতে নিহত হয়েছেন। ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, ঘটনার ঠিক পক্ষকাল আগে হত্যাকারী পনের দিনের মধ্যে ইমাম সেখকে হত্যার হুমকি দেয়। পুলিশ জানিয়েছে, খুনী নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে দলবল নিয়ে ইমাম সেখের বাড়ী চড়াও হয়ে গুলি করে হত্যা করে

(৩য় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

জামাতার হাতে খুন

ফরাক্কা ব্যারেজ, ১৬ সেপটেম্বর—মঙ্গলবার বিকেলে ফরাক্কা থানার জোতপাকুড়িয়া গ্রামের দুলাল মণ্ডল তাঁর জামাতার হাতে খুন হয়েছেন। বাড়ীর সীমানায় তারকাঁটার বেড়া দেওয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে বোনঝি ও শাশুড়ীর সঙ্গে গণ্ডগোল বাধলে তারা দুলাল মণ্ডলকে চেপে ধরে এবং জামাতা বাবাজীবন হেঁসো দিয়ে কুপিয়ে কুপিয়ে তাঁকে খুন করে। খবরটি পুলিশ সূত্রের।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

৩১শে ভাদ্র বুধবার, সন ১৩৮৭ সাল।

প্রি-পূজা সেল !

বিশেষ কর্তব্য সম্পাদনের জন্য শ্রীকৃষ্ণকে গোকুল ছাড়িয়া মথুরা যাইতে হইয়াছিল। ব্রজে আর তিনি ফিরিয়া আসেন নাই। যমুনার নীলজলে ব্রজের ব্যথাহত অশ্রু মিশিয়া গেল, হমারি দুখের নাহিক ওর,—শ্রীরাধার কাতরোক্তি মূক প্রকৃতিকেও ব্যথাতুর করিয়া তুলিয়াছিল। তাঁহার চরম অবস্থা দেখিয়া সখীদের চিত্ত করুণার্দ্র হইয়া উঠিয়াছিল। তাই জনৈক সখী তাঁহাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন—'রাই রহু ধৈর্য্যং রহু ধৈর্য্যং হাম গচ্ছং মথুরাওয়ে'। ইহার নির্গলিতার্থ—'রাই, ধৈর্য ধর, আমি মথুরা যাইতেছি'। উদ্দেশ্য—শ্রীকৃষ্ণের নিকট শ্রীরাধার শোচনীয় দশা নিবেদন করা, শ্রীরাধা যাহাতে বাঁচিতে পারেন, তাহার ব্যবস্থা করা। কিন্তু শ্রীরাধা আপনার সঞ্জীবনী আপনি পাইয়াছিলেন—'চিরদিন মন্দিরে মাধব মোর'।

এই রাজ্যের জনগণচিত্ত আজ চূড়ান্ত ব্যথাদীর্ণ। বাঙালী হিন্দুর শ্রেষ্ঠ উৎসবের আর এক মাস বাকী। ইহার দুই তিন মাস পূর্ব হইতে সর্বপ্রকার ভোগ্যপণ্য, বিশেষ করিয়া যাহা যাহা এই উৎসবে একান্ত অপরিহার্য, মূল্য-বৃদ্ধির চরম টিকা লইয়াছে। দর বাঁধিয়া দেওয়ার কর্তব্য সম্পাদন করিতে অর্থাৎ তাবৎ মেহনতী 'বেওসাদার'দের কিঞ্চিৎ 'শুভলাভ' লুটিবার সুযোগ দিবার জন্য উধাও হইয়াছে। উৎসবেরই পরিপ্রেক্ষিতে জনচিত্ত শ্রীরাধার ন্যায় শোচনীয় দশাপ্রাপ্ত হইয়াছে। দ্রব্যমূল্য রোধের বা হ্রাস করার নানা আশ্বাসবাণী ক্ষুব্ধ হৃদয়ক্ষত উপশম করিতে না পারিলেও (কেন না আশ্বাসে বিশ্বাস আসে না, প্রকৃত কাজেই আসে) যদিচ 'রহু ধৈর্য্যং' বলিয়া বাঙালীর তাপিত হিয়া শান্ত করিতে কোন অনামা দূত কোথাও যাইবার উদ্যোগ করেন, দোষ কী ? তবে প্রশ্ন এই—গন্তব্যস্থল কোথায়, কি উদ্দেশ্য বা সন্দেশ এবং ফলশ্রুতি কী হইতে পারে। উল্লেখিত অনামা-দূত যাইবেন প্রতিশ্রুতিনগর যেখান হইতে সময়ে সময়ে নানা বিষয়ে ঝুরি ঝুরি প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয় এবং তাহা অকার্যকর থাকে ; সন্দেশ হইতেছে—আসন্ন পূজা উৎসবের মওকা উপলক্ষে অপরিহার্য জিনিস-পত্রের দর বৃদ্ধির 'নেবুলারিজম্' এবং ফলশ্রুতি—ব্যবসায়ীদের সহিত এক ভদ্র (?) লোকীয় চুক্তি এবং জিনিসের ন্যায্যমূল্য নির্ধারণ যাহা ব্যবসায়ীরাই করিতে পারেন। আর ততদিনে পূজা-পাট লোপাট হইয়া সময় বহুদূর গড়াইয়া যাইবে। সর্বার্থসাধক পরিকল্পনা সিদ্ধ হইবে। দর বাড়িল, জিনিস কিনিতে সকলে নাজেহাল হইল, দর বাঁধিয়া দেওয়া হইল, জিনিসপত্র লজ্জায় আত্মগোপন করিল, শুভলাভের উত্তুঙ্গ হিমালয় শীর্ষে আরূঢ় জন-দরদী ব্যবসায়ীসম্প্রদায় দর কমাইয়া (?) জনসেবার পরাকাষ্ঠা দেখাইলেন। হায় ৫'৯৭ দরের চিনি ! হায় ১১'০০ দরের কয়লা ! একজন গুপ্ত গুদামে, অন্যটি খনির তিমির গর্ভে ! আর সরিষার তেল ? ইহার দর ত অপ্রাসঙ্গিক। যেহেতু আইনের আশ্রয় লইলেও ধোপে টিকিবে না এইজন্য যে, উহাকে সরিষার তৈল বলিয়া আজি করিলে সব কাঁচিয়া যাইবে। ইহা যে দগ্ধ মবিল, কিংবা কার্পাস বীজ অথবা শৃগালকণ্টক-বীজ-নিপীড়িত তৈল-ৎ পিচ্ছিল তরলে ঝাঁঝ প্রদায়ক এক রাসায়নিক পদার্থ সংযোগে 'খাঁটী সরিষার তৈল' প্রলাপবাণী অঙ্কিত টিনজাত সরিষার তৈলের প্রেতযোনি ! ইত্যাদি। ইত্যাদি।

সুতরাং জনগণের অন্তিম অবস্থা ভাবিয়া কাহারও চিত্ত ভারাতুর হইবার কারণ নাই। পরমকারুণিক যথা সময়ে সান্ত্বনা প্রদান করিবেন।

চিঠি-পত্র

(মতামত পত্রলেখকের নিজস্ব)

মসজিদে হামলা প্রসঙ্গে

২৭ আগষ্টের জঙ্গিপুর সংবাদে 'মসজিদে হামলা' শীর্ষক সংবাদটি পড়লাম। যেহেতু সংবাদদাতা নিজেই ঘটনার নায়ক, সুতরাং সংবাদ পরিবেশনে যে মিথ্যাচার ও সত্যের অপলাপ ঘটিবে তাহাতে বিস্ময়ের কিছু নাই। কিন্তু এই মিথ্যাচারের প্রতিবাদ করা একান্ত প্রয়োজন মনে করিয়া জানাইতেছি যে, ১৫ আগষ্ট শুক্রবার মোমেন মিঞার বাড়ীর ও বৈঠকখানার পার্শ্বস্থিত কিছু লোক জুম্মার মসজিদে নামাজ পড়িতে আসিয়াছিলেন। কিন্তু মোমেন মিঞার

(৪র্থ কলমে দ্রষ্টব্য)

আবার ভদ্রলোকের চুক্তি ঃ আলু

অজিতেশ কৌশাম্বি—

আলু নিয়ে গত কয়েকদিনের ঘটনায় আমরা জেনে গেছি : আলুকে অত্যাবশ্যক পণ্য আইনের আওতায় ফেলা হয়নি এবং অন্য রাজ্যে আলুর চালান বন্ধ করতে কোন সরকারী আইন নেই। এ দুটি প্রশাসনিক রক্ষাকবচ ছাড়া সরকারের ভূমিকা 'নিধিরাম সর্দার' হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। শুধু হিমঘর ও বাজারে পুলিশ দিয়ে, পার্টি ক্যাডারদের হিমঘর ঘেরার নির্দেশ দিয়ে আলুর দাম এক টাকা পঁচাত্তর পয়সায় নিয়ে আসা যাবে কিনা এবং গেলেও সেটা কতদিন স্থায়ী হবে—তা লক্ষণীয়।

গত পাঁচ-ছয় বছরে আলুর উৎপাদন যথেষ্ট বেড়েছে। কিন্তু এ উৎপাদনে পশ্চিমবঙ্গের সব চাহিদা নিশ্চয়ই মিটতে পারে না। তা যদি মিটতো তাহলে প্রতি বছর পাঞ্জাব, হরিয়ানা, বিহার ও উত্তর প্রদেশের আলুর ওপর আমাদের এতটা নির্ভর করে থাকতে হ'ত না। এখনও পর্য্যন্ত আলু উৎপাদনের কেন্দ্রস্থল হুগলী, হাওড়া, বর্দ্ধমান ও মেদিনীপুর জেলা (অন্যত্র বিক্ষিপ্তভাবে চাষ হয়)। বেসরকারী হিসাবে দেখা যায় যে পশ্চিমবঙ্গে উৎপন্ন আলু এ রাজ্যের আশি ভাগ চাহিদা মেটাতে পারে। বাকি কুড়ি ভাগের জন্য অন্য রাজ্যের ওপর নির্ভর করিতে হয় (অবশ্যই অন্য রাজ্যের আলু পশ্চিমবঙ্গের তুলনায় অনেক নিম্ন-মানের)। আরেকটা জিনিস লক্ষণীয় তা হল : পশ্চিমবঙ্গে যে পরিমাণ আলু চাষ হয় সে তুলনায় হিমঘরের সংখ্যা যথেষ্ট নয়। খোঁজ নিয়ে দেখা গেছে রাজ্যের অনেক হিমঘরকেই তার সংরক্ষণ ক্ষমতার চেয়ে অনেক বেশী আলু সংরক্ষণ করে রাখতে হ'চ্ছে। দুটি চারটি ছাড়া প্রায় সব হিমঘরই বেসরকারী মালিকনায় পরিচালিত। আধুনিক যন্ত্রপাতির অভাব সত্বেও গত কয়েক বছরে এ সব হিমঘরে সংরক্ষণ ব্যয় যথেষ্ট বেড়েছে। এতে মার খেয়েছে চাষীরা তাদের বীজ আলু জমা রাখতে গিয়ে। বীজ, সংরক্ষণ, সার, জলকর, ওষুধ এবং শ্রমের মজুরি হিসেব করলে দেখা যাবে চাষীদের আলুর নূন্যতম দাম পাওয়া উচিত মন প্রতি পঁয়ত্রিশ টাকা। হিমঘর মালিকরা চাষীদের কাছ থেকে বীজ আলু সংরক্ষণের জন্য প্রচুর পরিমাণে সংরক্ষণ ব্যয় নিয়ে এঁরা মাছের তেলে মাছ ভাজেন বাকী আলু অত্যন্ত কম দরে কিনে জমা রেখে দেন। এ ব্যাপারে এঁদের দোসর ফড়িয়া-ব্যাপারী ও গ্রামীণ মহাজনরা। এঁরা চাষীদের দাদন দিয়ে আলু চাষ করান আর সেই আলু ষোলো থেকে কুড়ি টাকা দামে চাষীদের কাছ থেকে কিনে নিয়ে কিছু লাভ রেখে সরাসরি পাঠিয়ে দেন হিমঘরে (হুগলী, হাওড়া, বর্দ্ধমানে—যেখানে বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে আলু চাষ হয় সেখানে বেশীর

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

(২য় কলমের পর)

এক ভাই কতিপয় গুণ্ডা লইয়া বাড়ীর মধ্যে আশ্রয় দিয়া নেতৃস্থানীয় লোকেদের প্রাণনাশের চক্রান্ত চালাইতেছিল। মুসলমান পাড়ার কয়েকজন যুবক যাহারা নামাজ পড়িতে যায়নি তাহারা এই গুণ্ডাদিগের হাতে হেঁসো ও লাঠি দেখিয়া চীৎকার করিতে আরম্ভ করে। ইহার ফলে মসজিদ হইতে অনেকেই নামাজ পড়িতে পড়িতেই বাহির হইয়া আসেন এবং দেখেন মোমেন মিঞার বাড়ীর সদর দরজায় অনেকেই হেঁসো ও লাঠি হাতে মত্ত অবস্থায় দাঁড়াইয়া আছে ও আস্ফালন করিতেছে। এই দৃশ্যে তাহাদের মধ্যে দারুণ ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। এমন সময় মোমেন মিঞার এক ভাই(যে নামাজ পড়িতে যায় নাই) তাহাদের বাড়ীর ছাদ হইতে পূর্ব হইতেই সাজিয়ে রাখা ইট ছুড়তে থাকে। এই ইটে অনেকেই জখম হয় এবং এক যুবকের পায়ের আঙ্গুল ভীষণ ভাবে ক্ষত হয়। ফলে তাহাকে স্থানীয় বহুতালী হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়। জনতা ক্রুদ্ধ হয় এবং প্রতিপক্ষকে পাল্টা ইট-পাটকেল ছুড়তে থাকে। কাজেই মোমেন মিঞার উক্ত ভাই ছাদের উপরে থাকিল, তাহাকে কেমন করিয়া কে হেঁসোর আঘাত করিল—তাহারাই জানে। মোমেন মিঞার বৈঠকখানায় বা অস্থায়ী পঞ্চায়েত অফিসে দুর্বৃত্তের প্রবেশ ও অ্যাসিড বাল্ব ব্যবহারের কথা সম্পূর্ণ মিথ্যা। মোমেন মিঞা কেমন করিয়া একটা সত্য ঘটনাকে চাপা দিয়া মিথ্যার জয়গান গাহিয়াছেন তাহা দেখিয়া সত্যই আমরা অবাক হইতেছি এবং ইহার তীব্র প্রতিবাদ করিতেছি। —আবদুল বারি ও আরো নয়জন গ্রামবাসী (বহুতালী)।

বে-আইনী হাসকিং

সাগরদীঘি, ১৭ সেপটেম্বর—সম্প্রতি এনফোরসমেনট পুলিশ এই থানার আখুয়া-বেলইপাড়া গ্রামে হানা দিয়ে বিনা লাইসেন্সে বে-আইনীভাবে হাসকিং মিল চালানোর অভিযোগে আবদুল হালিমের বিরুদ্ধে একটি মামলা রুজু করেছে। আর দু'টি মিলের দু'জনকে পাওয়া যায়নি বলে জানানো হয়েছে। গ্রামের সংশ্লিষ্ট তিনজন হাসকিং মিল মালিকের বিরুদ্ধে বিনা লাইসেনসে হাসকিং মিল চালানোর অভিযোগ বহুদিনের।

জঙ্গিপুরে যাত্রাভিনয়

গত ১৩ ও ১৪ সেপটেম্বর জঙ্গিপুর সরস্বতী লাইব্রেরী ও ক্লাব প্রাঙ্গণে আমরা ক'জন ক্লাব এর উদ্যোগে ও পরিচালনায় বেগম আশমানতারা ও জানোয়ার পালা দুটি সাফল্যের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়।

স্বাস্থ্যমন্ত্রী ঘেরাও

(১ম পৃষ্ঠার পর)

ঘেরাও-এর কবলে পড়েন। স্বাস্থ্যমন্ত্রী ছাত্র পরিষদ (ই) কর্মীদের ব্যাপারটী সরেজমিনে তদন্তের আশ্বাস দিলে ঘেরাও তুলে নেওয়া হয়।

পুলিশ ব্যারাকে ধর্ষণ

(১ম পৃষ্ঠার পর)

কেলেঙ্কারি হয়। সে ঘটনা সবাই জানেন বলে সকলের মন্তব্য পুলিশ ব্যারাক দুর্নীতির আখড়ায় পরিণত হয়েছে। তাই ধর্ষণের ঘটনার বিচার বিভাগীয় তদন্ত দাবি করা হয়েছে।

ফুলতলায়ঃ গতকাল রাত্রে ফুলতলায় এক বোবা যুবতীকে কয়েকজন দুষ্কৃতকারী জোর করে অন্ধকারে তুলে নিয়ে যায়। কিছুক্ষণ পর প্রায় উলঙ্গ অবস্থায় পালিয়ে এসে ইশারায় সে সমস্ত ঘটনা জানায়। স্থানীয় জনসাধারণ খুঁজেপেতে দু'জন দুষ্কৃতকারীকে পাকড়াও করে গণধোলাই দেয়। পরে তাদের পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়।

বহরমপুর—রঘুনাথগঞ্জ ভায়া সাগরদীঘি রুটে স্বাচ্ছন্দ্যে যাতায়াতের জন্য নির্ভরযোগ্য বাস

মেশার বাস সারভিস

ভারতের যে কোন স্থানে ভ্রমণের জন্য রিজারভ দেওয়া হয়)

সবার প্রিয় চা—

চা ভাণ্ডার

রঘুনাথগঞ্জ সদরঘাট

ফোন—১৬

যাত্রাপালা 'জানোয়ার'

[বিশেষ প্রতিনিধি]

দ্বিতীয় দিনের পালা ছিল 'জানোয়ার' —এক সামাজিক পালা। আদিম যুগের মানব-মানবীর জীবনদর্শন দিয়ে পালা শুরু। পালার আরম্ভটি সারা আসরকে মুগ্ধ করেছে। সারা পালা জুড়ে অনেক চরিত্র। তাদের মধ্যে সোমনাথ (সত্যান্বেষী) অরণ্য সেন, জয়দীপ, টুকুন, অরিন্দম বোস, সাজন, ভুটান, বঙ্কিম বক্সি, গজানন প্রভৃতি চরিত্রের অভিনয় দর্শকদের মনে দাগ কেটেছে। তবে অরণ্য সেন কোন কোন দৃশ্যের সংলাপে অনাবশ্যক নাটকীয়তার সৃষ্টি করেছেন (যেটা ঐতিহাসিক পালা হলে মানাতো) আর 'ওজন বাবু' 'পালার ওজন' চিন্তা না করে কোন কোন দৃশ্যে একটু বেশী অভিনয় করে ফেলেছেন। সেটা না করলে তাঁর অভিনয় আরও প্রশংসনীয় হত। শেষ দৃশ্যটি আরো আকর্ষণীয় হওয়া উচিত ছিল।

স্ত্রী ভূমিকায় প্রথমেই চা বাগানের মেয়ে শ্রমিক 'পাখীর' অভিনয়ের কথা মনে আসে। এ ছাড়া অরণ্যের মায়ের ভূমিকায় মিতালী চক্রবর্ত্তীর অভিনয় এক কথায় অপূর্ব। 'ঈশিতার' ভূমিকায় সুস্মিতা রায়ের বলিষ্ঠ অভিনয় দর্শকদের আনন্দ দিচ্ছে—তবে সঙ্গীতাংশে তিনি সার্থক হতে পারেননি।

আবহ সঙ্গীতের ব্যাপারে প্রথম দৃশ্যে 'টেপের' ব্যবহার দৃশ্যটিকে আরো প্রাণবন্ত করে তুলেছে। তবে করুণ দৃশ্যে 'ক্ল্যারিওনেট' এবং 'হার্মোনিয়াম' সম্পূর্ণ বন্ধ রেখে শুধু বেহালা ও বাঁশী রাখলে কোন ক্ষতি ছিল কি ? পাখীর গানের সঙ্গে 'মাদল' ব্যবহার না করে আঞ্চলিকের দিক থেকে বোধ হয় ত্রুটি থেকে গিয়েছে। আর ('তাড়ি চায় তাড়ি' গানটি সকলকে আনন্দ দিয়েছে।)

কথা রেখে খুন

(১ম পৃষ্ঠার পর)

তার কথা রেখেছে। জমি সংক্রান্ত কলহ এই হত্যাকাণ্ডের কারণ বলে প্রকাশ। এ ছাড়াও নিহত ইমাম সেখের বাড়ী থেকে সাড়ে সাত হাজার টাকা নগদ ও প্রচুর জিনিসপত্র লুঠ করা হয়েছে বলে জানানো হয়েছে।

খেলার খবর

নিজস্ব সংবাদদাতা : রঘুনাথগঞ্জ অগ্নি-ফৌজ এ্যাথলেটিক ক্লাবের উদ্যোগে ম্যাকেঞ্জি ময়দানে 'পঙ্কজ মেমোরিয়াল রানিং শীল্ড' ও 'রাখালচন্দ্র ঘোষ মেমোরিয়াল কাপ' এর নক্ আউট ফুটবল প্রতিযোগিতা অকটোবর মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহ থেকে শুরু হচ্ছে। কলকাতা, ২৪ পরগণা, হুগলি, নদীয়া, বীরভূম ও মালদার নামী দলগুলি প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করছে বলে জানানো হয়েছে।

কৃষি সংবাদ

বিষয় ঃ—খোলা পচা রোগ বা সীথ ব্লাইট রোগ

কোথাও কোথাও বিশেষ করে বহরমপুর, বেলডাঙ্গা ১নং, সাগরদীঘি, নবগ্রাম, খড়গ্রাম, কান্দি ইত্যাদি ব্লক খোলাপচা বা সীথ ব্লাইট রোগ দেখা দিয়েছে।

রোগের লক্ষণ : এই রোগ হলে অনেক সময় শীষ বের হতে পারে না, বেরুলেও অর্ধেক বের হয় অথবা বেরুনো শীষের ধান চিটে হয়। সাধারণতঃ পাশকাঠি বেরুনোর সময় এ রোগ দেখা যায়। পাতার যে অংশ ডাঁটার চারদিক জড়িয়ে থাকে তার উপরে প্রথমে মেটে সবুজ রং-এর দাগ হয়। পরে ঐ দাগ আরও বড় হয়ে একটার সঙ্গে আর একটা মিশে যায় এবং হালকা বাদামী রং এর হয়। পরে ঐ অংশ পচে যায় বা মরে যায়। ব্যাপক আক্রমণ হলে ক্ষেতকে ক্ষেত পচে যায়। ধান হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না।

প্রতিকার :

১। যতদূর সম্ভব ক্ষেতের জল বের করে দিন এবং জমি খানিকটা শুকিয়ে নিন। জমিটাকে ভালভাবে ঘেঁটে দিন এবং পুনরায় জল ঢোকান।

২। নাইট্রোজেন জাতীয় সার এ সময় মোটেই দেবেন না।

৩। আক্রান্ত ক্ষেতে ঔষধ স্প্রে করুন।

ঔষধের নাম	প্রতি লিটার জলে ঔষধের পরিমাণ	একর প্রতি জলের পরিমাণ
ক) জিরাম ৮০ শতাংশ	তিন গ্রাম	২৫০-৩০০
খ) ডায়াথেন এম ৪৫	তিন গ্রাম	২৫০-৩০০
গ) ব্যাভিষ্টান	আধ গ্রাম	২৫০-৩০০
ঘ) হিনোসান	এক মিলি	২৫০-৩০০

আরো পরামর্শের জন্য স্থানীয় কৃষি কর্মীর সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

তথ্য ও সংস্কৃতি, মুর্শিদাবাদ।

আবার ভদ্রলোকের চুক্তি

(২য় পৃষ্ঠার পর)

ভাগ চাষীই এককালীন প্রয়োজনীয় ন্যূনতম সহস্রাধিক টাকার মূলধন বের করতে পারেন না—কাজেই তাদের মহাজনদের দ্বারস্থ হ'তেই হয়)। সেই আলু বর্ষায় ছাড়া হয় পঞ্চাশ থেকে পঞ্চান্ন টাকা পর্য্যন্ত দরে (মন প্রতি)। আর এ বছর তো দর পঁয়ষট্টি ছাড়িয়ে গেছে। মাঝারি ও বড় চাষীরাও বেশীদিন দাম ওঠার জন্য অপেক্ষা করতে পারেন না—কারণ আলু পচে যাবার ভয়। কাজেই এদেরও দ্বারস্থ হ'তে হয় হিমঘরের মালিকদের—কিন্তু এঁরা কত আলু এখানে জমা রাখবেন অতো বেশী সংরক্ষণ ব্যয় দিয়ে? এঁদেরও তো মূলধনের টাকাটা অ গাম তুলতে হবে।

কাজেই, দেখা যাচ্ছে, আলু চা ষে র সময় থেকে বাজারে ওঠা পর্য্যন্ত এর ক্রয় ও বিক্রয়মূল্য নির্ধারণের ব্যাপারে মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করেন হি ম ঘ র মালিকরা। এবার বাজেট-বক্তৃতায় এ রাজ্যের কৃষিমন্ত্রী ঘোষণা করেছিলেন সরকার ন্যায্য দামে চাষীদের কাছ থেকে আলু কিনে নিয়ে কম দামে ক্রেতাদের সরবরাহ করবেন। কিন্তু তার জন্য প্রয়োজনীয় হিমঘর কই? এতদিন আলুর সংকটটা তেমন মাথার ওপর চেপে বসেনি তার কারণ এ রাজ্যের তুলনায় অন্য যে কোন রাজ্যে আলুর দাম কম ছিল। তাই অন্য রাজ্যে আলু চালান যেতো না। এবার পশ্চিমবঙ্গের আলুর চাহিদা বেশী যেহেতু উত্তরপ্রদেশ ও বিহারে আলুর উৎপাদন যথেষ্ট মার খেয়েছে। সে ঘাটতি পূরণ করতে চালান যাচ্ছে পশ্চিমবঙ্গের আলু অনেক বেশী দামে। সরকার যদি সত্যিসত্যিই এ চালান বন্ধ করে দিতে সমর্থ হন তাহলেও কি সমস্যা মিটবে? কারণ হি ম ঘ র মালিকদের দোসর ফড়িয়া-ব্যাপারী ও পাইকারী ব্যবসায়ীরা যে ম ন একদিকে আলু নিয়ে ফাটকা ও কালোবাজারীর অর্থনীতি গড়ে তুলবে অন্যদিকে পশ্চিমবঙ্গে যে অ লু আছে তা যেহেতু পুরো চাহিদা মেটাবার পক্ষে যথেষ্ট নয় তাই অন্য রাজ্য থেকে আলুর যোগান না এলে দাম বাড়াবার চাবিকাঠি হিমঘর মালিক ও ফড়িয়া ব্যাপারীদের হাতেই থেকে যাচ্ছে। সরকার অনেক দেরীতে বুঝলেন যে খুচরো দাম বেঁধে দিয়ে কিছু হবে না। তাই হিমঘরে ও পাইকারী ব্যবসায় আলুর দর বেঁধে দেওয়ার কথা চিন্তা করা হ'লো। কিন্তু যে বস্তু এবং ব্যবসাটির ওপর সরকারের কোন নিয়ন্ত্রণ নেই সে জিনিসের দাম সরকার বেঁধে দিলে তা কা র্য্য ক রী হবে কিভাবে? সারা দেশে নিত্য প্রয়োজনীয় কয়েকটি জিনিসের সুষ্ঠু বণ্টন ব্যবস্থা গড়ে তুলে এগু ল ন্যায্য দামে ক্রেতাদের হাতে তুলে দেবার দাবী নিয়ে এ রাজ্যের সরকার ও বামপন্থী দলগুলি বেশ কিছুদিন ধরে কে ন্দ্রে র কাছে দাবী জানিয়ে আস ছেন। অথচ আলুকে অত্যাবশ্যক পণ্য আইনের আওতায় আনার দাবী এরা জানালেন না। সুষ্ঠু বণ্টন ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্যেও কোন চেষ্টা করলেন না।

আমাদের হিসেব দিয়ে জানানো হ'লো এ রাজ্যের হিমঘরগুলিতে যে আলু আছে তাতে নভেম্বর পর্য্যন্ত চা হি দা মিটে যেতে পারে। আর যদি মেটেও তাহলে নভেম্বরের পরে কি বা জা রে আলু উঠবে? আলুর চাষই তো শুরু হয় নভেম্বরে। সরকার তাই তেতরে ভেতরে বুঝতে পারলেন—অতএব, হিমঘর মালিক ও পাইকারী ব্যবসায়ী-দের চটিয়ে লাভ নেই, এদের হাতেই আলুর ভবিষ্যৎ বাঁধা। এদের বৈঠকে ডাকা হ'ল। এঁরা অম্লান বদনে বললেন, 'আমরা সরকারী দামেই রাজী। আমাদের কোন অসুবিধে হবে না'। আর কৃষিমন্ত্রীও ঘো ষ ণা করে দিলেন : যত দোষ খুচরো ব্যবসায়ীদের—অতএব ওদের ও প র চাপ সৃষ্টি করো। এই না হলে 'ভদ্রলোকের চুক্তি'?

গঙ্গাভাঙনের আশঙ্কা

(১ম পৃষ্ঠার পর)

আমরা নিজেরাই ডেকে আনছি। অদূর ভবিষ্যতে ওই পাথরই আমাদের বুকে জগদ্দল পা থ রে র মত চেপে বসবে। বাঙলাদেশের দিকে বাধা পেয়ে পদ্মার স্রোত ভারতের দিকে পারে এসে আছড়ে পড়বে। জঙ্গিপুর মহ-কুমায় শতাব্দীর অভূতপূর্ব ভাঙন শুরু হবে। এবং মহকুমার সমস্ত জনপদ কীর্তিনাশার করাল গ্রাসে নি শ্চি হ্ন হয়ে যাবে। এখন থেকে কিছু করতে না পারলে অদূর ভবিষ্যতে ওই ভয়ঙ্কর পরিণতির জন্য আমাদের তৈরী থাকতে হবেই। এ ছাড়াও পদ্মা বা গ ঙ্গা র ধারা ভাগীরথীর সঙ্গে মিশে গেলে গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গের জে লা গু লি র অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে পড়বে। ভূগোল হবে ইতিহাস। ফরাক্কা প্রকল্পের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়ে যাবে। এব সে সম্ভাবনা অত্যন্ত প্রবল।

আমিও একদিন.....

দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর—এমনিভাবেই দাঁড়িয়ে ছিলাম।

এই থমকে দাঁড়িয়ে থাকার থেকে আজ আমি সদা কর্মব্যস্ত। জনপ্রিয় এই কর্মব্যস্ততা আমার মধ্যে এনে দিয়েছে। এই থমকে থাকা জীবন থেকে বেরিয়ে এসে আজ আমি এক সন্তানের পিতা এবং সুখী।

শুধু আমিই নই—আমার মতন আরো হাজার হাজার বেকারের মুখেও জনপ্রিয় আজ আশার আলো জাগিয়েছে।

জনপ্রিয় ফিনানস এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল ইনভেষ্টমেণ্ট (ইণ্ডিয়া) লিমিটেড

হেড অফিস—*চ্যাটার্জী ইণ্টারন্যাশনাল সেণ্টার*

(৫ম তল)

৩৩এ জহরলাল নেহরু রোড (চৌরঙ্গী রোড) কলি-৭০০০৭১

ভারতের সর্বত্র আমাদের ব্রাঞ্চ অফিস ও অর্গানাইজেশন অফিস আছে।

শাখা অফিস—ষ্টেশন রোড, বহরমপুর

শীঘ্রই রঘুনাথগঞ্জে অর্গানাইজেশন অফিস খোলা হইতেছে।

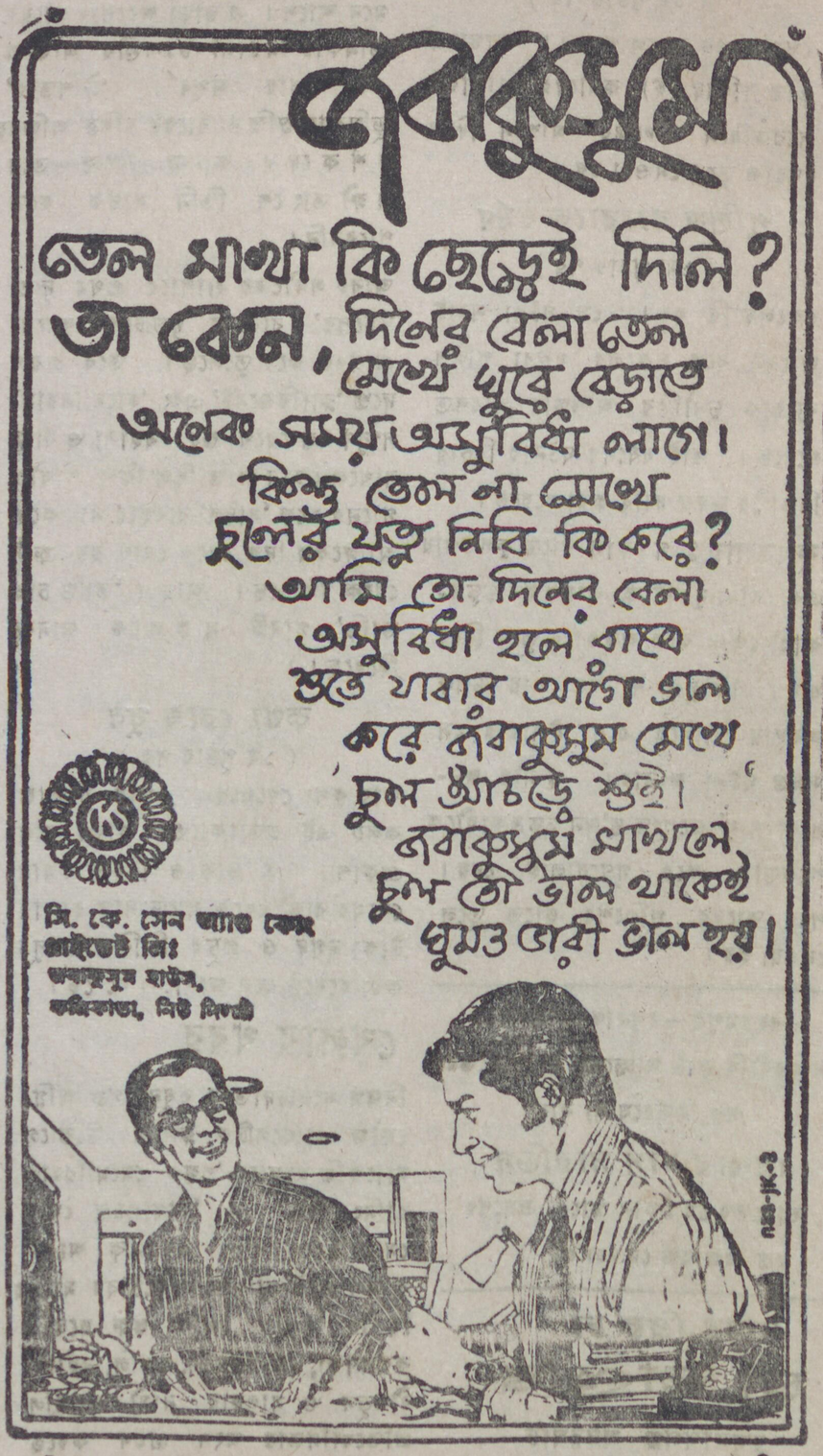

সকলের প্রিয় এবং বাজারের সেরা

ভারত বেকারীর শ্লাইজ ব্রেড

মিয়াপুর * ঘোড়শালা * মুর্শিদাবাদ

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫ পণ্ডিত-প্রেস হইতে অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।